যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

(প্রহসন।)

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে

ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ সাল।

[মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।]

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

(প্রহসন।)

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সুধীর।

মুন্সোব।

ভোলানাথ (মুন্সোবের সেরেস্তাদার।)

স্ত্রী।

সুমতি (সুধীরের স্ত্রী।)

মতের মা (দাসী।)

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

(প্রথমাঙ্ক।)

প্রথম সংযোগস্থল—শয়নগৃহ।

(পালঙ্কোপরি সুমতি ও সুধীর উপবিষ্ট।)
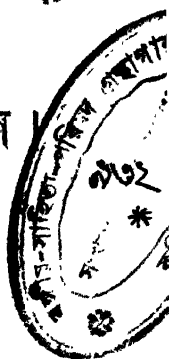
সুমতি। তা আমি মরি আর বাঁচি সে কথায় তোমার কায্ কি ভাই? তুমি বিদেশী মানুষ, অনুগ্রহ করে্য এসেছ এই যথেষ্ট।

সুধীর। (সুমতির কর গ্রহণ পূর্ব্বক) সে কি প্রিয়ে! আজ্ আমি বুঝি তবে পর হলেম?

সুমতি। ঐ শোন্, "ধান ভান্তে শিবের গীত," এ কথার মধ্যে আবার আপনার পর এলো কেন?

সুধীর। কেন আস্‌বেনা ভাই, যে যার আত্মীয় হয় সে তার নিকটে সুখ দুঃখের কথা সকলই বলে থাকে, তা যখন বল্‌চো না তখন পর হলেম বৈ আর কি?

সুমতি। হা আমার অদৃষ্ট! আমি আবার মানুষ, আমার আবার সুখ দুঃখ, "পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী"।

সুধীর। বলি এতো ঠাট্টাই হচ্চে কেন? কারু স্বামী কি কখন বিদেশে যায় না?

সুমতি। তা যাবেনা কেন? কত শত। এই যে তুমিই আমার গিছিলে।

সুধীর। তা গিছিলেম বলেই কি এত ভিন্ন-ভাব হয়ে পড়েছে যে আমার কাছে দুটো সুখ দুঃখের কথাও বল্‌তে নাই।

সুমতি। দুঃখ আবার কি ভাই! তুমি আমাকে যে পরম সুখে রেখে গিছিলে। আমি পরম সুখেই ছিলেম।

সুধীর। হাঁ ভাই বুঝেছি, তা বল্‌তে পার। আমার টাকা কড়ি পাঠাতে বিলম্ব হয়েছিল বটে; কিন্তু তাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেম তা আর তোমাকে কি বল্‌বো? বলি প্রিয়ার না জানি কতই ক্লেশ হচ্চে!

সুমতি। তাতেই কি ভাই অধিক ক্লেশ? সমুদ্রে শয্যা পাত্‌লে কি শিশিরে ক্লেশ বোধ হয়? যখন তোমার বিচ্ছেদের ক্লেশ সহ্য

করতে পেরেছি, তার কাছে কি ও সামান্য টাকা কড়ির ক্লেশ বড় হলো ?

সুধীর। তা ভাই, সত্য করো বল দেখি তোমার এতই কি ক্লেশ হয়েছিল ?

সুমতি। তুমি ওকথা বল্‌বেই তো হে—কিন্তু মনে করে দেখ দেখি নাথ, সে দিনটী আমার কি ভয়ানক দিন ! তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বল্‌লে, "আমার কর্ম্ম হয়েছে আমি কলিকাতায় চল্‌লেম," শুনে আমার মাথায় যেন অমনি বজ্রাঘাত হোলো, ভাব্‌লেম বলি আমার বুঝি এই পর্য্যন্তই মনুষ্যজন্মের সাধ ফুরালো।

সুধীর। ভাল ভাই, আমি একটা কথা বলি, যদি তোমার নিতান্তই মত ছিল না তবে আমাকে যেতে বারণ করলে না কেন ?

সুমতি। (মুখ বিবৃত্তি) ঐ, 'ওকে বলে মন্ ভুলান কথা'। ঐ গুলো আমি সৈতে পারিনে। বারণ কর্‌লেই যেন উনি থাক্‌তেন। উনি যেন আমার হাত্‌ধরা।

সুধীর। ভাই, যে পায়ধরা সে যে হাতধরা হবে একি বড় কথা ?

সুমতি। (হাস্যমুখে) হাঁ, কথায় বলে

" কাযের বেলা কাজি, কায্ ফুরালে পাজি " সকল সময়ে সকলের কি একভাব থাকে হে ?

সুধীর। আমার অমন্ দণ্ডেদণ্ডে ভাব ফেরেনা; আমি তোমার প্রতি সমভাবেই আছি।

সুমতি। তা আমি আর এত জানিনে যে তুমি আমার বারণেতেই থাক্‌বে, আর আমি বল্লেই যাবে। আমি ভাব্‌লেম, বলি এঁকে কর্ম্ম-সূত্রে টেনেছে, যাবেনই ; তবে কেন আর বারণ করে্য আপনার মান ক্ষোয়াই।

সুধীর। যে প্রেমডোরে বদ্ধ তার কর্ম্মসূত্রে কি করতে পারে ?

সুমতি। (সহাস্য বদনে) ঐ ! উত্তরটি যেন অমনি মুখে জুগিয়ে রয়েছে, কথায় তো আঁট্-বার যো নাই। ভাই, মুখখানি ছিল তাই পার পেলে ; মুখ খানি ত নয় যেন শিউলির কাটারি খানি।

সুধীর। (ঈষৎহাস্য) না ভাই, সত্য বল্‌ছি, তুমি বারণ কর্‌লে আমি কখনই যেতে পার্‌তেম না। গিয়েও ভাল করি নি ; তোমাকেও ক্লেশ দিয়েছি—আপনিও যথোচিত ক্লেশ পেয়েছি।

সুমতি। তোমার আবার ক্লেশ কি হে?

সুধীর। তা বটে। আমার আবার ক্লেশ কি?

সুমতি। তা মন্দই বল্লেম কি? তুমি কর্ম্ম, কায, টাকা রোজগার, এই সব আমোদেই ছিলে; নিত্যি নতূন দেখেছ, নিত্যি নতূন শুনেছ—তোমার আবার ক্লেশটা কি?

সুধীর। হুঁ, তাই বটে!—আর যখন ও চাঁদ-বদন মনে হতো?

সুমতি। যখন মনে হতো;—আর আমাদের যে দিবানিশিই অন্তরে জাগ্‌তো।

সুধীর। এ কথাটি ভাই তুমি মিথ্যে বল্লে। সর্ব্বদাই কি তোমার মনে হতো?

সুমতি। তা না তো কি? খেতে শুতে বস্‌তে, সর্ব্বদাই তো মনে হতো।

সুধীর। আর যখন নিদ্রা যেতে?

সুমতি। তখনও স্বপ্ন হতো।

সুধীর। (হাস্য করিয়া) সে তোমার যেমন আমারও তেমনি। তা প্রিয়ে, তুমি বিশ্বাস করো আর নাই বা কর, আমি যথার্থ বল্‌চি তোমার বিরহে আমার যে ক্লেশ হয়েছিল তা

বল্‌তে পারিনে। তোমার ভাই সকলি ভাল, কেবল বিচ্ছেদটা বড় অসহ্য।

সুমতি। যা হোক, আমাকে যে তোমার মনে হতো এ শুনেও আমার কতক ক্লেশ দূর্ হলো। তা নাথ, আমাদের যত তোমাদের কি তত হয়? (সহাস্যবদনে) কুমুদিনীর এক চন্দ্র ছাড়া আর কেউ নাই, কিন্তু চন্দ্রের তো অনেক কুমুদিনী মেলে। তোমরা পুরুষজাতি, তোমাদের অপ্রতুল কি ভাই?

সুধীর। প্রিয়ে, বিবেচনা করে্য দেখ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, অপ্রতুল কারোই নাই, কেবল আমাদের মধ্যে সে রূপ চরিত্রেরই অপ্রতুল।

সুমতি। হাঁ, সে কথাও সত্যি বটে। তা আমি তোমার চরিত্র ভাল জানি তাই তোমাকে বিদেশে যেতে দিয়েছিলেম, নৈলে কি যেতে পার্‌তে?

সুধীর। আমিও তোমার চরিত্র ভাল জানি তাই তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে ছিলেম।

সুমতি। উত্তরটি দিলে ভাল।

সুধীর। কেন ভাই, উত্তর কেন? যথার্থ কথাই তো।

সুমতি। তুমি কি আমার চরিত্র ভাল বলে জানো ?

সুধীর। হাঁ, প্রিয়ে, তুমি যে পতিব্রতা তা আমি বিশেষ পরীক্ষা করে্য দেখিছি।

সুমতি। তবে আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আছে ?

সুধীর। হাঁ, সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস আছে। এ-কথা আর বল্‌চো কেন ?

সুমতি। একটা কথা তবে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হলো। ভাল, যদি কোন স্ত্রীলোক অতি সুচরিত্র থাকে, কোন দুষ্ট পুরুষেওতো তাকে নষ্ট কর্‌তে পারে ?

সুধীর। হাঁ—কার সাধ্য।

সুমতি। কেন ? যদি রক্ষা করে এমন লোক না থাকে ?

সুধীর। নাই বা থাক্‌লো। স্ত্রীলোককে লৌহশৃঙ্খলে রুদ্ধ করে্য রাখ্‌লেও রক্ষা করা যায় না; আর যে স্ত্রী আপনার সুচরিত্র-শৃঙ্খলে বদ্ধ সেই সুরক্ষিতা। তার ধর্ম্ম কে নষ্ট করে ?

সুমতি। হাঁ, সে কথা সত্য বটে।

সুধীর। তা আমি তোমার চরিত্রের কথা

নাকি বিশেষ জানি, তাই অনায়াসে তোমাকে রেখে গিছি; তার নিমিত্তে আমার কোন উদ্বেগই হয় নাই; উদ্বেগের মধ্যে কেবল এই হতো, প্রথমতঃ তোমার অদর্শন; আর দ্বিতীয়তঃ মনে ভাব্‌তেম্ বলি হয়তো সংসারের কোন অপ্রতুলই হয়েছে, প্রিয়ার না জানি কত ক্লেশই হচ্চে। তা কিছু কি অপ্রতুল হয়েছিল?

সুমতি। (পরম সন্তোষে) নাথ, তোমার যদি আমাপ্রতি এমন মন হয়, তবে আমি ধন্য; আমি যে এতকাল শিবপূজা করেছিলেম তা আজ্ সার্থক মান্‌লেম। এখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা যে, জন্ম জন্মান্তরে তুমিই আমার স্বামী হও। (কিঞ্চিৎ নীরব।)

সুধীর। আমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম কৈ তার যে কিছু বল্‌চো না? কিছু অপ্রতুল হয়েছিল যেন বোধ হচ্চে।

সুমতি। হাঁ, কিছু হয়েছিল তা যো সো করে সেরেছি।

সুধীর। কেন, যো সো কেন? কারু কাছে ধার কত্তে হয়েছে না কি?

সুমতি। (ঈষৎ হাস্যবদনে) এদেশে ধারে বড় চলে না। সে যা হোক্, একটি কথা ভাই তোমাকে বল্‌তে ইচ্ছা করি—বল্‌বো কি?

সুধীর। কি, বলো না?

সুমতি। এ অধিনীকে একাকিনী রেখে কি তোমার দূর দেশে যাওয়া উচিত? প্রাণের ভয় অপেক্ষা জাতির ভয় অধিক, তা তুমি বিবেচনা কর না? নাথ, আমার ধনে কায্ নাই, অলঙ্কারে কায্ নাই, কেবল তুমি কাছে থাকো এই চাই, তাতে যদি ভিক্ষা করো দিনপাত কর্‌তে হয় সেও ভাল। (সজলনয়নে অধোবদন।)

সুধীর। সসম্ভ্রমে) ওকি? (বস্ত্রদ্বারা মুখমার্জ্জন) কেন, কেন, রোদন কেন, অ্যাঁ?—ইস্! তবে তো আমি ভারি কুকর্ম্মই করেছি। আর আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না। তা বল দেখি বৃত্তান্তটাই কি? (করাঙ্গুলি দ্বারা চিবুক উত্তোলন করিয়া) কি হয়েছিল বল দেখি?

সুমতি। (নয়ন মার্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস) বলি, কিন্তু আগে তুমি বলো আমাকে আর

এখানে রেখে কোথাও যাবে না। (উভয় করে কর ধারণ।)

সুধীর। না, না, আমি তো স্বীকারই করেছি ভাই। যে কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাতে অনায়াসে একরূপ দিনপাত হতে পারে; তবে তোমার নিমিত্তই ধন, তোমার নিমিত্তই উপার্জ্জন, তা তুমি যখন নিষেধ করচো তখন আমার দূরদেশে যাওয়ায় প্রয়োজন কি ? আর যদিই যেতে হয়, এবার আর তোমাকে সঙ্গে না করে্য যাবো না। তা বল দেখি কি হয়েছিল আগে শুনি ?

সুমতি। নাথ, তুমি জান, এই পোড়া বয়সদোষে এখন পথের তৃণগাচটাও শত্রু।

সুধীর। হাঁ, তৃণগাচটাও শত্রু বটে, কিন্তু তেমনি আবার সুচরিত্রা সধ্বী স্ত্রীরা পতি ভিন্ন বিশ্বসংসারকে তৃণগাচটা বোধ করে। তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে্য কে কি কর্তে পারে ? তা কথাটাই কি বল্চো না কেন ? কোন দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করেছে নাকি ? (সুমতিকে অধোমুখ দেখিয়া) তোমার কথার ভাবে তাই যেন বোধ হচ্চে। তা বল না কে

কি করেছিলো, আমি এখুনিই তার সমুচিত কর্‌বো।

সুমতি। (দীর্ঘনিশ্বাস) হাঁ, এখন যেন তুমি সমুচিত কর্‌বে, কিন্তু সে সময়টি কি ভয়ানক হয়েছিল বল দেখি? কেউ কোথাও নাই—এই শূন্যপুরী—আমি একলা মেয়ে মানুষ—থাকি কেমন করে ভেবে দেখ দেখি?

সুধীর। হাঁ, একথা বল্‌তে পারো, তা আমি ভোলাদাদাকে তো ভাল করে বল্যে কয়ে দিয়ে গিয়েছিলেম?

সুমতি। (স্বগত) মুখে আগুন্ তোমার ভোলাদাদার। সে মহাপাতকীর আবার নাম কর্‌চো? (অধোবদন।)

সুধীর। কেন কেন? ব্যাপারটা কি? তিনি কি তোমার তত্ত্বাবধারণ করেন নাই? কি আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছিলাম ভোলাদাদা মুন্স-ফের কাছারীতে কর্ম্ম করেন, দেশেই থাক্‌বেন; আর আমারো পরমাত্মীয়; এই ভেবে আমি তাঁর প্রতি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের সকল ভারই দিয়ে গিছিলেম।

সুমতি। (অধোবদনে) ভাই, " ভাইনের

কোলে পো সমর্পণ।” যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

সুধীর। (সবিস্ময়ে) সে কি কথা! অঁ্যা, তবে কি ভোলাদাদাই দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করেছেন? অঁ্যা! (স্বগত) ভোলাদাদা তো লোক ভাল, অতি জ্ঞানী, অতি ধার্ম্মিক, এ কেমন হলো বুঝ্‌তে পাচ্চি না। (চিন্তা করিয়া) না,—এমনটা কি হতে পারে? বলাও যায় না; লোক্‌কে আজ্‌কের কালে চেনা ভার! (প্রকাশে) তা স্পষ্ট করেই বল না শুনি কি হয়েছিল?

সুমতি। নাথ! কি করে্য বল্‌বো, বল্‌তে লজ্জা হচ্চে।

সুধীর। লজ্জা কি? এমন কথা কি আছে যে স্বামীর নিকটে বলা যায় না?

সুমতি। তুমি কি আর বুঝ্‌তে পার্‌লে না?

সুধীর। হাঁ, কতক পেরেছি। তা—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) ভোলাদাদা যে তোমার ভাসুর হয়।

সুমতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তা আর হন কৈ? বলেন অমুক আমাচ্যেয়ে বয়সে অনেক বড়।

সুধীর। আ মলো! ক্ষেপেছে না কি: আমি

জান্তেম ভোলাদাদা বড় জ্ঞানী, বড় ধার্ম্মিক, তা এই যে, সকল বিদ্যেই প্রকাশ হচ্চে। মনুষ্যের চরিত্র বোঝা দুষ্কর। ভাই, তুমি সঙ্কোচ করো না, তার চরিত্রের কথা সব খুলে বল তো, আমাকে শুন্তে হলো।

সুমতি। তবে বলি, যা যা হয়েছিল সব শোন। তুমি কলিকাতায় গেলে তিনি প্রথম যেন কতো আত্মীয়, আজ্ মাচ পাঠান্. আজ্ মিঠাই পাঠান্, আসেন, যান, জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মাস খানেকের পর, এক দিন মতের মাকে ডেকে বলেছেন, "হে দেখ্ মতের মা, আমি যে এতটা কচ্চি, তা বৌ আমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন তো?"। তা মতের মা বললে, "তুষ্ট হবেন না, এমন কথা? বৌমা আমার কাছে আপনার কত সুখ্যেত করেন; বলেন, এমন ভাসুর হতে নাই। তা বাবু বাড়ী থেকে গেছেন, আপনি না কর্‌লে কে কর্‌বে। বাবু সকল ভারই আপনাকে দিয়ে গেছেন।" মতের মার মুখে এই কথা শুনে মিন্সে অমনি বলে বস্‌লো কি, বলে "হাঁ, বাবু সকল ভারই আমাকে দিয়ে গেছেন; তা তোমাদের বৌকে এই কথাটী

বুঝে চল্‌তে বলো।” মতের মা এসে আমাকে এই সব কথা গুলি বল্‌লে, তা ভাই সে কথায় আমি কি বুঝ্‌বো ?

সুধীর। তার পর ?

সুমতি। তার পর দুদিন দশদিন যায়, একদিন আমার খরচের অপ্রতুল হয়েছে. তা কি করি, মতের মাকে পাঠিয়ে দিলেম, বলি যা দেখি ও বাড়ীর বড় ভাসুরের কাছে, যদি কিছু ধার দেন, বলিস্ কল্‌কাতা থেকে খরচ পত্র এলে শোধ দোবো। মতের মা গিয়ে চাইলে, তা মিন্সের আক্‌কেলের কথা শুনেছ, বলে “বৌ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন্ ধার কেন যত টাকা চান অম্নি দিতে পারি।” এই কথা বল্যে, আরো বুঝি কিছু পষ্টাপষ্টি বলেও থাক্‌বে ; মতের মা শুনে অম্‌নি ঘেন্নায় লজ্জায় ছি ছি করে পালিয়ে এলো, এসে আমার কাছে মাগী কেঁদে মরে ; বলে “বৌ মা, একসন্ধ্যে খাবো সেও ভাল, আর তুমি ও মিন্সের কাছে আমাকে পাঠিয়ো না. মিন্সে যে সব বল্‌লে গো, শুনে হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়।” আমি তখন বলি, বটে ! এই বলে এই বায়,

তাঁর এতো গুণ্, ঐ নিমিত্তেই মাছ দেওয়া, মিঠাই দেওয়া, হয়েছিল, তখন আমি এত বুঝ্‌তে পারি নি। তা মতের মা, আর কাঁদলে কি হবে? তুই আর তার কাছে যাস নে; আমাদের যা অদেষ্টে আছে তাই হবে। যদি বিধাতা কখন দিন দেন তবে এর কথা!

সুধীর। উঃ! এতদূর পর্য্যন্ত হয়েছিল?

সুমতি। শোনো না বলি, বিপদের কথা। মিন্সে মতের মার কাছে তার কোন উত্তর না পেয়ে বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌লে, যে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হলো না; বুঝে রাগ ভরে আর জিজ্ঞাসা নাই, বাদ নাই, মরে গেলেও উকি মেরে দেখা নাই; নাই নাই, তার একটা দুঃখ কি? আমি যো সো করে সংসার চালাচ্ছিলেম; আজ্ দিন চার পাঁচ হলো— এই সোমবার দিন, আমি সোমবার করেছি, মতের মা বাজারে গেছে, দণ্ড দুচ্চার বেলা আছে, আমি রকে বাতাসে সবে চুলের দড়ি ভাঙচি, ভাই, মনে কর্‌লে এখনো গাটা সিউরে ওঠে! মিন্সে হঠাৎ বাড়ীর ভিতর এসে বল্‌লে, "বৌ, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও না অথচ

আমি তোমার দেওর হই; তা শোনো, তাঁর পত্র এসেছে, তিনি আর দুই তিন বচ্ছর আস্‌বেন না; লক্ষ্ণৌতে তাঁর কি একটা ভারি কর্ম্ম হয়েছে, তিনি সেখানেই গেছেন। তা আর কেন ক্লেশে কাল যাপন কর, মতের মাকে যা বলেছি তাতেই সম্মত হও; আমি তোমাকে পরম সুখে রাখ্‌বো” বলে, দেখি মিন্সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। (সজল নয়নে) নাথ, এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি, দেখে আত্মাপুরুষ অম্‌নি শুকিয়ে গেল। বলি হা ভগবান! আমার অদেষ্টে এই ছিল! চতুর্দ্দিক শূন্য দেখ্‌লাম, কোথা যাবো, কি করবো, কে আমাকে রক্ষা কর্‌বে? বলি হে পৃথিবি! তুমি বৈ আর আমার কেউ নাই; তুমিই একটু স্থান দাও, আমি তোমাতেই প্রবেশ করি, এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে চক্ষের জলে অমনি বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো। নাথ, সেই সময় আমি তোমাকে মনে মনে কতো ডেকেছিলেম; তা ডাক্‌লে কি হবে, তুমি এমনি নিষ্ঠুর, আমাকে শূন্য পুরীতে ফেলে গেছ, ডাকলে কি আস্‌বে?

সুধীর। (সকাতরে) প্রিয়ে, আর ওকথা

বলো না, বলো না, আমার মনে যা হচ্চে তার আর কি বল্‌বো।—তার পর তুমি কি কর্‌লে?

সুমতি। আর কি কর্‌বো ভাই, ভাব্‌লেম, বলি যদি মিন্সে কাছে এসে হাতখান ধরে তা হলেই তো জাত্‌কুল সব যাবে; তা কি করি, কথা তো কখন কৈনে, কিন্তু না কৈলেও হলো না। ভাব্‌লেম. বলি এখন তো রক্ষা পাই, পরে অদেষ্টে যা আছে তাই হবে। ভেবে বল্‌লেম, "আমার বড় ব্যামো হয়েছে, সারুক, পরে যা বলবে তাই কর্‌বো। এই কথায় দেখি না মিন্সে ধম্মে ধম্মে নিরস্ত হলো, মতের মাও সেই সময় এসে পড়্‌লো দেখে অমনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সুধীর। কি আস্পর্দ্ধা! বাঘের বাসায় ঘোঘ নাচতে চায়?

সুমতি। ভাই, তখন আমি নিশ্বেস ফেলে বাঁচি; শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগলো, সর্ব্বাঙ্গে পিলপিল করে ঘাম বেরুতে লাগলো, শিবপূজা করা, হবিষ্যি করা মথায় উঠলো, অমনি গে বিছানা করে শুলেম। (সজল নয়নে) নাথ, দেখদেখি আমি এমনি অভাগিনী,

তুমি ফেলে গেছ,—ভাল, তা লোকের মা বাপ থাকে, ভাই ভগিনী থাকে, না হয় তাদের কাছে দুদিন যাই, তা আমার ত্রিসংসারে কোথাও কেউ নাই—কোথায় যাই, কে আমাকে রক্ষা করে, কোথায় দাঁড়াই ; শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেম, বলি, আজ যেন রক্ষা পেলেম, এর পর কি হবে। হা পরমেশ্বর ! তোমার মনে এই ছিলো ? আমার ধর্ম্ম নষ্ট হবে, আমি পর পুরুষকে কখন মনে জ্ঞানেও করি নাই, আমার অদেষ্টে এ কি হলো ! এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে অমনি চক্ষের উপর দে রাত পোয়ে গেল। নাথ, তোমাকে সত্যি বল্‌ছি, সেই অবধি আমি আহার নিদ্রে পরিত্যাগ করিছি। এই দেখ আমার কি দশা হয়েছে (গাত্র প্রদর্শন)। আজ্ ভাবলেম বলি কেন আর ভেবে ভেবে মরি, এর চেয়ে এক বারে যাই সে ভাল। তাই দড়ির যো করে রেখেছি। ঐ দেখ গদির নীচে রয়েছে।

সুধীর। দেখিয়া) একি ! দড়ি কেন ? অঁ্যা !

সুমতি। আর কেন ! কি বল্‌বো পোড়া কপালের কথা ! আজ ভেবে স্থির করে ছিলাম, বলি

কবে আবার মিশে এসে জোর করে্য আমার ধর্ম্মটা নষ্ট করবে, তার চেয়ে আমি প্রাণত্যাগ করলিই তো সকল আপদ চুকে যায়। কিন্তু আবার ভাবলেম, বলি তা হলে তো আর তাঁর সঙ্গে জন্মের মত দেখা হলোনা। তা না হলো নাই হলো কি কর্‌বো। যদি আমি পতিব্রতা হই, তাঁর চরণে যদি মন থাকে, তাহলে জন্মান্তরেও কি দেখা দিবেন না? এই ভেবে তাই মরণই স্থির করেছিলেম। তা আমার কপালগুণে মধ্যে দেখি ধর্ম্মই তোমাকে এনে মিলিয়ে দিলেন। তা এসেছ ভাল হলো, আমার প্রাণ রক্ষা হলো, জাত রক্ষা হলো, মান রক্ষা হলো, এখন এই ভিক্ষা করি, কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁতে কুটো করে বিনয় করি, আমাকে এই শূন্যপুরীতে একা রেখে আর তুমি কোথাও যেয়ো না; আমি আর—(সরোদনে চরণ ধারণ) !

সুধীর। ছি! ছি! ছি! ও কিও! আমি তো এসেছি আর ভয় কি? (সবিস্ময়ে) একি! এমন পতিব্রতা স্ত্রীরও এ রূপ অবস্থা কর্‌তে উদ্যত! আঁ্যা! সে দুর্বৃত্ত দুরাচার বিশ্বাসঘাতক, তাকে বধ কর্‌লেও পাপ নাই। উঃ!

কি বলবো, ইচ্ছা হচ্চে এই দণ্ডে গে তার মাথাটা কেটে আনি।

সুমতি। (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু ভাই, দেখো যেন এ কথা প্রকাশ না হয়; প্রকাশ হলে আমি লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবো না।

সুধীর। আমি কি তা বুঝি নে? আমি যা করবো তা বিবেচনা করেই করবো। যে রূপে হোক অবিলম্বে সে নরাধমের সমুচিত করতে হবে।

সুমতি। কেবল সেই কেন? আরো বলবো। ভাই, তোমাদের যে দেশ, আমি যে কি করে দিনপাত করিছি তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

সুধীর। আবার কে?

সুমতি। "কাঁদিয়ে বলিতে পোড়া মুখে আসে হাসি." এই তোমার দেশের মুন্‌সোব, ভুঁদো মিন্সের এই বয়সে আবার আমার উপর চোক্ পড়েছে। মরণ আর কি? ইচ্ছা হয় মেয়ে নাথিতে মিন্সের মুখ ভেঙে দি।

সুধীর। কে? ঐ বুড়ো বেটা?

সুমতি। হাঁ হে, বলচি কি; তিনি আবার

প্রতিদিন কাছারি থেকে যাবার সময় ঐ খিড়কির পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি যদি ঘাটে টাটে যাই দেখ্তে পান, তবে কত রঙ্গ ভঙ্গ করেন, ঠাট্টা তামাসা করা হয়, সে সকল দেখে শুনে ভাই আমার কেবল হাসি পায়। আবার মিন্সের আস্পদ্ধার কথা শুন্‌বে? সেদিন মন্তের মাকে ডেকে নাকি বলেছে—"ওরে, তোর মা ঠাকুরণের সঙ্গে আমায় দেখা করিয়া দিতে পারিস?' তোকে দশ টাকা দোবো। তা মন্তের মাও তেমনি, খুব দশ কথা শুনিয়ে দেচে; দেবে না কেন, ভয় কি? তিনি মুন্সোব আছেন আপনিই আছেন।

সুধীর। হাঁ! ও বেটার চরিত্র আমি বিশেষ জানি, যার স্ত্রী, কি ভগিনী বড় সুন্দর, সে নালিশ করলে অম্‌নি ডিক্রী, আর সাক্ষী সাবুদ চাই না। তা ঐ দুজনকেই ভাল করে নাকাল কত্তো হয়েছে অথচ যেন চোরার মার কান্না হয়। কি করা যায় বল দেখি? (চিন্তা) হাঁ সেই ভাল। দেখ, আমি বাড়ীতে এসেছি এখন প্রকাশ কর্‌ব্যে কায নাই; আমি এই নিকটে কোথাও লুকিয়ে থাকি. তুমি কাল মন্তের মাকে

দিয়ে সন্ধ্যার সময় ওদের দুজনকেই আসতে বলে পাঠাও, পরে সেই সময় যা কর্‌বার আমি কর্‌বো।

সুমতি। ওমা! ও কি কথা বল? না ভাই, আমি তা পার্‌বো না, দুটো পুরুষ ঘরের ভিতর আসবে, আর তাদের কাছে আমি একলা থাকবো? ও মা! তা তো আমার কর্ম্ম নয়; বাবা, মনে করলে গা শিউরে উঠে!

সুধীর। তায় হানি কি? আমি তো এই কাছেই থাকবো, আর যা যা কর্‌তে হবে তা আমি সব ভাল করে্য বলে দেবো এখন, তোমার কোন ভয় নাই। আমি যা বল্‌চি তাই কর্ত্তব্য, নতুবা তাদের বিশেষ শাসন কিছুতেই হবে না। তা এখন এসো, আহারাদি করা যাগ গে; আজ রাত্রি হয়েছে।

সুমতি। চল, কিন্তু ভাই সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমার কথাটায় ভাল মন সচ্যে না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(যবনিকা পতন।)

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল—গৃহান্তর।

সাংসারিক কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট সুমতি।

সুমতি। (স্বগত) হুঁ, অদেষ্টের ফের দেখ। কোথায় এত দিনের পর বিদেশ থেকে এলেন, ভাল ব্যঞ্জনপাতি রাঁধ্‌বো, খায়াবো, দায়াবো, দুটো সুখ দুঃখের কথা বল্‌বো, আহ্লাদ আমোদ করবো; তা না হয়ে কোথায় গিয়ে চোরের মত লুকিয়ে রৈলেন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বলে মন্দ নয়, এই যে পোড়া মেয়ে জাত্, এদের পেটে কথা থাকা ভার, উনি ঘরে এসেছেন আর তো ভয় নাই, আস্‌তে আস্‌তেই অম্নি সে কথাটা না বল্লেই কি নয়! দেখ দেখি, বল্যে এখন আবার ভেবে মচ্চি। আহা! এত দিন বিদেশে ছিলেন, কতো ক্লেশ পেয়েছেন, দুদিন সুস্থির হউন, তার পর বল্লিই তো ভাল হতো। তা আর এখন ভাবলেই বা কি হবে? যা হবার হয়ে গেছে। এখন আবার আর একটা ভাব্‌চি।

মিন্সে ছুটো আস্‌বে, পাছে হটাৎ হাতটা ধরে। হঁা! তা কি পার্‌বে? আমি "ধর্‌বো মাচ, না ছোঁব পানি!" এমনি ভাবে থাক্‌বো এখন। তা কৈ? সন্ধ্যেওতো হয়ে এলো; মতের মা এখনো আস্‌চেনা কেন? আ! মাগী যেন "বাঘের মাসী" যেথা যায়, আর আস্‌তে চায় না। (দেখিয়া)— এই যে নাম কত্ত্যে কত্ত্যেই————

(মতের মার প্রবেশ।)

মতে। বৌ মা!

সুমতি। মতের মা, তুই অনেককাল বাঁচ্‌বি লো; এই মনে মনে তোর নাম কচ্ছিলেম। তা যা হউক, এখন কি করে্য এলি বল দেখি?

মতে। বৌ মা, মিন্সে ছুটোর যে আহ্লাদ গো, অমনি "ফুটি ফাটা"।

সুমতি। শুনে কি বল্লে?

মতে। বল্‌বে আর কি? তাদের গুষ্ঠীর মাথা। বলে "গেরস্থের বৌ খাড়ু নাড়ে, কোত্তা বলে আমার জন্যে ভাত বাড়ে।"

সুমতি। আগে তোর কার্‌ সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মতে। বড়কর্ত্তার সঙ্গে। মিন্সে দেখি কাছারি থেকে আস্‌চে, তা আমি সে কথা বল্‌লে, অমনি জামার ভিতর থেকে বার করে্য—(মুদ্রা প্রদর্শন) এই দেখ—আমার হাতে দে বল্লে, "এই পাঁচ টাকা বৌকে দে বলিস্‌ যা খরচ পত্র করেন কর্‌বেন। আর আমার জন্যে কিছু যেন জলখাবার তৈয়ের থাকে।"

সুমতি। ছার কপাল টাকার। মরণ আর কি! আবার জলখাবার জো করতে হবে।

মতে। (সহাস্য বদনে) তার আর জো করা কি? ঐ হালিশহুরে ঝাঁটা গাচ্‌টা ভাল করে ধুয়ে মুচে রাখ্‌বো?

সুমতি। ধুতে আর হবে না, আজ্‌ আধো-য়াই তার অদেষ্টে আছে। তা ঠিক সন্ধ্যের সময় আস্‌বে বল্ল্যে তো?

মতে। হাঁ, বল্ল্যে আমি এখুনি যেতেম্‌, তা দূরহোক্‌, কায নাই, আজ শোন্‌বারের বার-বেলাটা, সন্ধ্যে হোক যাবো এখন।

সুমতি। যখনই আসুন বারবেলার ফল আজ্‌ তাঁর হাতে হাতেই ফল্‌বে। আর ঐ ভুঁদো মিন্সে কি বল্ল্যে?

মতে। আমি তার পর কছারী ঘরের কাছে গেলেম ; দেখি মিন্সে আর উঠেই না। মিন্সের বুঝি আজ্ কি কায পড়েছে। আমি তো অশ্বৎতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই রৈলেম ; তার পরে দেখি উঠে আমাদের বাড়ীর কাছ দে আস্‌তে লাগ্‌লো। আমি খানিক সঙ্গে সঙ্গে এসে, তুমি যা শিকিয়ে দিছিলে তাই বল্লেম। বল্যে, এই দেখ বৌ মা, মিন্সে বল্ল্যে কি, বলে "সেই সব হলো, তবে তুই মাগি সে দিন আ-মাকে অমন কথা বল্লি কেন? তাইতেই তো তোর বৌনপোর মোকর্দ্দমাটী গেল। তা যা হবার হয়েছে ; আমি আগে যাই ; তোকে এখন খুব খুসি করে দেব।" বল্যে মিন্সে অমনি ছুটো ছুটি বাসায় গেল। তার পর আমি চৌধুরী মশার বাড়ীতে গিয়ে এই গুণ্‌টো চেয়ে নে এলেম।

সুমতি। সময়টা ঠিক্ করে বলেছিস্ তো? দুজনে যেন আবার একত্রে এসে না পড়ে।

মতে। হাঁ! তাকি আমি ভুলি? তুমি যেমনটি বলে দিয়েছিলে আমি তাই বলেছি।

(নেপথ্যে)। বাড়িতে কে আছ গো!

সুমতি। (সচকিতভাবে) ঐ বুঝি কে আস্‌চে! কে, জিজ্ঞাসা কর্ না?

মতে। (উচ্চৈঃস্বরে) কে গা?

(পুনর্নেপথ্যে) ওগো, এই বাইরে একবার এসো তো।

মতে। আসি, দাঁড়াও। (বহির্গমন।)

সুমতি। (স্বগত) যত সন্ধ্যে হয়ে আস্‌চে ততই কেমন অন্তঃকরণে যেন ভয় হচ্চে; কিন্তু এ তো ভয়ের কর্ম্ম নয়, ভাল করে্য আজ বুক্ বাঁধ্‌তে হবে। যখন এতে নেবেছি তখন ভাল করেই শিক্ষে দিতে হবে, নৈলে তিনিই বা আমাকে বল্‌বেন কি? এতো শিখিয়ে বুঝিয়ে রেখেছেন। তা—ততক্ষণ এই বিছানাটা এখানে পেতে রাখি, ভোলা ভাসুর আগে আস্‌ছেন তাঁকে এতেই বস্‌তে দিতে হবে। (ঈষৎ হাস্য)।

(সন্দেশ ও বস্ত্র হস্তে মতের মার প্রবেশ।)

মতে। (সহাস্যমুখে) বৌ মা, এই তোমার নতুন কুটুমের বাড়ির তত্ত্ব এলো।

সুমতি। মর মাগি? নতুন কুটুম আবার কে লো?

মতে। (অনুচ্চস্বরে) এই আমাদের মুন্সোব মোশাই তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। (উচ্চহাস্য।)

সুমতি। মরণ্ নাই? যমের অরুচি না কি? তাই তো, যেন সাত পুরুষের কুটুম এলেন।

মতে। তা কিঁ কর্‌বো বলো? ফিরিয়ে দেবো?

সুমতি। হাঁ, ফিরিয়ে থাকে এখন! ঐ এক পাশে রেখে দে।

মতে। সেই ভাল, বাবু এসে এখন দেখ্‌বেন। (তথায় রক্ষণ) তুমি ও কি কচ্চো?

সুমতি। আমি এই পান কটা জো কচ্চি, তুই ততক্ষণ একটু ভাল করে্য তেলকালি তৈএর কর্ দেখি।

মতে। তেলকালি কেন বৌ মা?

সুমতি। কর্ না, দরকারে নাগ্‌বে এখন।

মতে। হাঁ হাঁ বটে, আচ্ছা, তবে করি। (উভয় কর্ম্মে উভয়ে নিযুক্ত।)

(ভোলাদাদার প্রবেশ।)

ভোলা। (স্বগত) আঁ্যা, বেটা যেন পুলিশ, কোথা যাচ্চ্য, কি কচ্চ্য, সকল কথাই ওকে

বলে আসতে হবে,—আর একটি কায যেদিন পড়ে সেদিন আর রাস্তায় লোক ছাড়া নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ্ আবার জোৎস্না রাত্রিটে হয়ে পড়েছে ! (প্রকাশে) কৈ কে কোথা গো—বলি মানুষটো এলো একবার চেয়ে দেখ।

সুমতি। ওলো মতের মা, দেখ্‌চিস্ কি ? একটু আদর অপেক্ষা কর্ লো; বস্‌তে বল। আমার আজ্ অদেষ্ট সুপ্রসন্ন।

ভোলা। (সহাস্য মুখে শয্যোপরি বসিয়া) বৌ, তোমার কপাল সুপ্রসন্ন অনেক দিন অবধিই আছে। আমি তো চেষ্টার কসুর করি নাই; তা ভাই এত দিন মত কর্‌লে কৈ ? আজ কত দিনের পর তোমার দয়া হলো, এতে বরং আমারি অদৃষ্ট আজ সুপ্রসন্ন বল্‌তে হবে।

মতে। বিবেচনা কর্‌তে গেলে আমারই আজ জোর কপাল। আহা! আমি কেমন রং ফল্‌ইচি ! (দন্তে জিহ্বাকর্ত্তন।)

ভোলা। ও মতের মা, তুই একটু তমাক সাজ্‌তে পারিশ্ ?

মতে। হাঁ, এই যে সাজি। তা দেখ, বাবু

বাড়িতে নাই; হুঁকোটা তোলা রয়েছে। কল্কেয় করে্য সেজে দোব খাবে?

ভোলা। মর মাগি, কল্কেয় কি তমাক খেয়ে থাকে?

মতে। কেন খাবে না? ঐ যে আমাদের প্রজারা এলে আমি কল্কেয় তমাক সেজে দি।

সুমতি। (হাস্যবদনে) তা উনি কি আর প্রজা।

ভোলা। (হাস্যবদনে) হাঁ, আজ্ অবধি এক প্রকার তোমার প্রজাই হলেম বৈ কি। তা এই দেখ বৌ, তুমি আজ্ অবধি এই তোমার নতুন প্রজার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো। দেখ ভাই, আজ্ আমার কি আহ্লাদের দিন! আমার হৃদয়ের চির-রোপিত আশালতা আজ ফলিত হবে, বহুকালের যে মনোবাঞ্ছা তা পূর্ণ হবে, একি সামান্য আহ্লাদের কথা!

মতে। (অনুচ্চৈস্বরে) মনোবাঞ্ছা আজ্ অনেকেরই পূর্ণ হয় এই।

ভোলা। মতের মা, কিছু জল খাবার আনা হয়েছিল রে?

মতে। কৈ হয়েছে? তাড়াতাড়ি এলেম,

সন্ধ্যে হয়ে পড়্লো। তা ঘরে বেশ গরম গরম মুড়ি ভাজা আছে, চারটি খাবে ?

সুমতি। (জনান্তিকে) দূর মাগি, উনি শুধু মুড়ি খাবেন কেন, ওঁর অদেষ্টে যে আজ্ নারিকেল মুড়ি আছে। (মতের মার ঈষৎ হাস্য)।

ভোলা। বৌ, তুমি মতের মার সাক্ষাতে যা বল্‌চো তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি কিছু টাকা চেয়েছিলে আমি সে দিন দিতে পারিনি, তা ভাই কিছু মনে করো না; কিছু হাতে ছিল না, আর থাক্‌বে কি ? মুৎসোব বেটা বড় দুষ্টু, অন্য কাকেও তো বেটা দুপয়সা নিতে দেয় না; বেটার আপনারই পেট সর্ব্বস্ব। তা যা করো পারি তুমি এখন যা চাবে আমি তাই দেবো। পূর্ব্ব অপরাধটা আমার মার্জ্জনা কর। এস, একবার কাছে এসে বসো; ওখানে থাক্‌লে আমোদ হয় না।

সুমতি। এই যে, পান কটা তৈএর করা হোক।

ভোলা। দেখ, তুমি মতের মাকে একবার বারটে দেখ্‌তে বল। আমার কিছু আশঙ্কা হয়েছে।

সুমতি। (স্বগত) ইহকাল পরকাল কিছুরি ভয় তোমার নাই। (প্রকাশে) আশঙ্কা আবার কিসের?

ভোলা। না, এমন কিছু না। যখন এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি, মুন্সোব মোশার চাকর আমাকে পেচু ডাক্‌লে; আমি বেটাকে খুব্‌ ধম্‌কে এসেছি। বড় রাগ টা হলো, খুব্‌ গলাগালিও দিয়ে এসেছি; তা বেটা যদি পাঁচ খানি করে্য তাঁকে লাগায় তাই ভাব্‌চি।

(নেপথ্যে পদশব্দ।)

(সভয়ে) বলোনা গো—ও মতের মা, তুই দেখ্‌না একবার রে।

মতে। দেখি। (দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াই প্রতি-নিবৃত্তা) ওগো বৌমা, মুন্সোব মোশাই আস্‌চে!

সুমতি। (স্ববিস্ময়প্রায়) সে কি!

ভোলা। (অত্যন্তভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! মুন্সোব মোশাই আস্‌চেন? (ইতস্ততো দৃষ্টি-ক্ষেপ) অ্যাঁ! আমি যা ভেবেছি তাই হয়েছে! আমি এখানে এ গৃহস্থের বাড়িতে রাত্রিকালে

এসেছি তিনি দেখ্‌লে তো রক্ষা নাই। কোথা লুকুই। (উঠিয়া) বৌ, কি হবে গা ?

সুমতি। (কম্পিতভয়ে) তাই তো গা, আর তো ঘর দ্বোর নাই, কোথায় লুকুতে বল্‌বো ?

ভোলা। (কাতরভাবে) বৌ, তুমি যা হয় কর, বু—বুঝ্‌লে, আঁা—আঁা—আঁা—আমি আর কি বল্‌বো ? আঁা—কি—কি হবে গা !

সুমতি। তা এক কর্ম্ম আছে, তুমি ঐ বিছা-নার ধারে উপুড় হয়ে থাকো, আমি তোমার উপর ঐ গদিটে চাপা দিয়ে রাখি।

ভোলা। আঁা !—গদির নিচে ?

সুমতি। তা হলে একটা যেন ঘড়াঞ্চের মত একধারে থাক্‌বে এখন।

ভোলা। (সকাতরে) এই দেখ, আমার হাঁপানির কাসি আছে ; বড় কাহিল শরীর।

সুমতি। তা কি কর্‌বো বলো, আর তো উপায় নাই।

ভোলা। তবে কাযেই তাই হলো। (গৃহের একধারে উপুড় হয়ে, অবস্থিতি) ভাব্‌চি যদি কেস্তে উঠি। (স্বগত) এ বৌ ছুঁড়ির চরিত্র কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

সুমতি। উনি বোধ করি এখনি চলে যাবেন; তা একটু মন্যে ফুটে থাক, আর কি কর্‌বে? (গদি তদুপরি চাপা দিল।)

(মুন্সোবের প্রবেশ।)

মুন্সো। (সহাস্যবদনে) কৈ হে, ঘরের গিন্নি কোথা? এই এক জন তোমার সকের চাকর এলো, এক বার চেয়ে দেখ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মতে। সকের চাকর! ওমা। শুনেছি সহরে নাকি সকের জলপান বিক্রী হয়, তাতে সাড়ে আঠার খান মশ্‌লা থাকে, তা সকের চাকরে আবার কখান মশ্‌লা থাকে না জানি।

মুন্সো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বলেছে ভাল মাগি! দূর মাগি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। কি জানিশ্‌ মতের মা, এ শলা মশলার কর্ম্ম নয়, এ রেক্‌তার গাঁথনি।—কেমন, কেমন, কেমন, এখন উত্তর পেলি তো? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। মতের মা কি আমার সঙ্গে পারে। একি সাতগেঁয়ের কাছে মামদো বাজী—তাই বলি, আমি এই বয়েসে কত কাপ্‌তান ভাসালেম। এই দু-শ টাকা করে মাইনে পাই, কেবল এই কর্ম্মেতেই

আমার সব যায়। কি তা জান্‌লে " প্রাণ্‌টা সকের বটে"—হি-হি-হি।

সুমতি। মতের মা, একি ভাগ্যি যে আমার বাড়ি আজ্ মুন্সোব মোশার পাদ্‌ধুলো পড়্‌লো।

মুন্সো। (সপরিতোষে) আহা! কি মিষ্ট-বাক্য, যেন নতুন গুড়ের মণ্ডা, শুনে আমার লোলা—মর্, কাণটা জুড়ুলো। হেদ্দেখ সুন্দরি, এই যেমন দময়ন্তীর রূপ দেখে রাবণরাজা উন্মত্ত হয়ে——

সুমতি। রাবণরাজা না নলরাজা।

মুন্সো। তবেই হলো; অভেদঃ শিবরামেনঃ। (করপ্রণাম) ঐ একে তিন তিনে এক। ও সব নাকি দেবতাদের কথা তাই বল্‌চি। তা একটু বসি আগে, তার পর কত রসিকতার কথা বল্‌বো শুনো এখন। এখনি হয়েছেকি? হাঃ হাঃ হাঃ!

সুমতি। মতের মা, মুন্সোব মোশাই মান্য মানুষ, দাঁড়িয়ে থাকা কি ভাল দেখায়; বস্‌তে যায়গা দে না।

মতে। ওকে কোথায় বসাবে তাই ভাবচি;

উনি কৌচ্ কেদারায় বসে থাকেন, আমাদের ঘরে ত আর তা নাই।

সুমতি। তা আমরা কোথা পাবো? তবে কিনা মান্য লোককে একটু উচু আসন দিতে হয় বটে, তা ঐ যে ঘড়াঞ্চের উপর ঐ গদিটে আছে উতিই বস্‌তে বল।

মুন্সো। (সন্তোষে) হাঁ, এই যে আমি বস্‌চি (তদুপরি উপবেশন এবং "ওঁক্" এইরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া সভয়ে) ও কি!

সুমতি। না, ও কিছু নয়, ঘড়াঞ্চেটা না কি পুরণো—

মতে। (ঈষৎহাস্য মুখে) আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপনার শরীরটীও তো কিছু——

মুন্সো। তবে ভাল হয়ে বস্থে দুটো রসের কথা বলি—তা সুন্দরি, তুমিও এসো না কেন? দুজনে একত্রে বসা যাক্, নৈলে আমোদ জমে না।

সুমতি। না, আপনি ততক্ষণ বসুন্, শ্রম করে এসেছেন, আর আপনার সঙ্গে কি আমি একত্রে বস্‌বার যোগ্য? আমি এই আপনার চরণের কাছে বস্‌চি।

মুন্সী। (বসিয়া স্বগত) আহা! মেয়ে মানুষটো কি সায়েস্তা দেখছো। (প্রকাশে) হাঁ, আজ্‌কের পরিশ্রমের কথাটা বল্‌ছিলে?—আরে ও কথা আর জিজ্ঞাসা কেন কর, আজ্‌কের পরিশ্রমের কথা আর বলো না। এই তি-ন-টে মোকদ্দমা কর্‌তে হলো; দুটো ডিক্‌রি একটা ডিস্‌মিশ্‌। আঃ! সুন্দরি, যদি একবার কাছারী ঘরটা দেখ্‌তে—অমনি প্রতাপে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে! কত উকিল; কত মোক্তার; আর ধর্ম্ম ছাড়া কথা নাই। কিন্তু তাও বলি, তোমাকে যে দিন মনে হয়, সে দিন মকদ্দমা ফকদ্দমা কিছুই ভালো লাগে না। কাছারীতে গিয়ে মেজের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে কেদেরায় শুয়ে পড়ে চোক বুজিয়ে তোমার এই মোহিনী-মূর্ত্তি ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে এমনি নিদ্রাটুক্ খানি আসে তা আর কি বল্‌বো। আমলারা নথি পড়ে, আমি পড়ে পড়ে তোমার নতই ভাবি। হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝ্‌লে তো কথাটার ভাব? কেমন হলো। তা সুন্দরি, তুমি আমাকে প্রেম-পাশে বদ্ধ কর। (কৃতাঞ্জলি)।

সুমতি। (স্বগত) যাতে বদ্ধ কর্‌তে হয় তা করি এই, এখন তিনি এলে হয়। (প্রকাশে) এত কচ্চেন কেন? আপনাকে আর অধিক বল্‌তে হবে না। যখন আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে, তখন——

মুন্সো। এখন এ গোলামের পাদ্ধুলো রোজ রোজ পড়্‌বে তার ভাবনা কি? দেখ তোমার প্রতি আমার যে কি পয্যন্ত অনুরাগ তা আর কি বলবো। সেই বিষয়ে আমি একটি গান পয্যন্ত তৈএর করেছি। বরং একবার গাই শোন।

সুমতি। ক্ষতি কি, হোক্ না। (স্বগত) যাতে কর্যে হোক সময় তো কাটাতে হবে।

মুন্সো। মতের মা, এক জোড়া তবলা আন্তে পারিস্।

মতে। আপনি বলেন কি? একি খান্‌কী নটীর বাড়ী যে তবলায় ঘা দেবেন?

মুন্সো। (অপ্রস্তুত ভাবে) না না, কায নাই, তবে আমি অমনিই গাই শোনো।

সুমতি। হাঁ শুন্‌চি, আপনি গাউন না।

মুন্সো। ভাল তবে গাই। একবার অনুপ্রয়াসটা বিবেচনা করে্য দেখো।

সুমতি। অনুপ্রয়াস আবার কি?

মুন্সো। এই একজাতি কতগুলি শব্দ একত্রে থাক্‌লে তাকেই বলে অনুপ্রয়াস; যেমন "কোথা কাঁথা মাতা ব্যথা"—বুঝ্‌লে তো? আর এতেই কবিদের গুণপনা, তা এই গান শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌বে এখন। কিন্তু সুন্দরি, একটু মনোযোগ করে শুন্তে হবে।—(গদির উপর দুই হস্ত দ্বারা তাল রাখিয়া সংগীত আরম্ভ)।

সংগীত।

রাগ যথাইচ্ছা।

তাল "তথৈবচ।"

সুন্দরি মরি তোরি তরে ভাবি নাভি ফুলেছে।

[অর্থাৎ পেট।]

মতে। (সহাস্য বদনে) তা তো দেখ্‌তেই পাচ্চি।

প্রেমসিন্ধু রসাসিন্ধু দিলে বিন্দু প্রাণ্‌টা বাঁচে॥

[বৈদ্যকের কথা]।

আড় নয়নে চাউনি তোরি,
করে ভারি ডিক্রী জারি,

[আইনঘটিত কথা]।

নাচারি আমি বেচারী,
আছি তোমার পায়ের কাছে।

আমি ঐ শ্রীচরণের ছুঁচো (প্রণিপাত)। এখন কেমন গান গাইলেম বল।

সুমতি। (সহাস্যবদনে) বেশ গেয়েছেন, বেশ বেশ! আর হনু-প্রকাশের কথা যা বল্‌ছিলেন তা যথার্থই বটে।

মুন্সো। হা! হা! হা! হনু প্রকাশ না, ওকে অনুপ্রয়াস বলে।

সুমতি। ঐ তাই হলো। (মতের মার প্রতি প্রকাশে) মুন্সোব মোশার দিব্যি গলাটি, বাঁশি বল্লিই হয়।

মুন্সো। (পরমাহ্লাদে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ সুন্দরি, ঐ কথা সকলেই বলে। তবু দেখ, আজ্ কিছু গলাটা ধরেগেছে।

সুমতি। তা মতের মা, সকলে গান শুন্‌লে

চলে না, তুই এক একবার বার্‌টে দেখিস্, কেউ যেন না এসে পড়ে।

মতে। হাঁ, তাও বটে। (বহির্গমন)।

মুন্সো। হাঁ, উচিত বটে; আর ওই বা এখানে থেকে কি করবে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সুন্দরি, তোমার কি বুদ্ধি! তা হবেই তো, শাস্ত্রে বলে "স্ত্রী বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"—স্ত্রীর বুদ্ধিও একটা প্রলয় কাণ্ড।—সুন্দরি, তবে আর কেন, একবার উঠে এসে আমার কাছে বসো, একটা রামপ্রসাদী পদ তোমাকে শোনাই।

সুমতি। আপনি গান করুন্ না, আমি শুন্‌চি।

মুন্সো। ভাল, (সুর ভাঁজিয়া) তানা না না দেরে তানা না!

"এবার বাজি ভোর হলো"!——

(মতের মার প্রবেশ।)

মতে। (কম্পিত ভয়ে) ওগো বৌ মা, শাদা কাপোড় চোপড় পরা, ছাতি হাতে, কে যেন আস্‌চে। ঠিক যেন আমাদের বাবুর মতন।

সুমতি। (কম্পিত ভয়ে) সে কি? আঁ! বলিস্ কি? কি সর্ব্বনাশ!

মতে। আর একবার ভাল করে্য দেখি রসো। (দ্বার হইতে দর্শন)।

মুন্সো। (সভয়ে) এটা কেমন হলো? সুধীর বাবু কি বাড়িতে এসেছেন?

সুমতি। কৈ, না।

মুন্সো। তবে আজ্ হঠাৎ এসে পড়্লেন না কি?

সুমতি। হাঁ, তাই তো দেখ্চি। কৈ, কোন খপর তো ছিল না।

মুন্সো। তবে, এখন উপায়? এমন জান্‌লে কোন্ শালা এখানে আস্‌তো। যা হউক, এখন কোথাদে পালাই বলো দেখি?

সুমতি। তাইতো ভাব্‌চি, এ কি বিষম সমিস্যা, কি কর্‌বো, একটি বৈ দোর নয়, আর এমন অন্য ঘরও নাই যে লুকিয়ে থাক্‌বে। কি কর্‌বো, ভারি বিপদে পড়্‌লাম যে।

মতে। (ত্রস্তভাবে) ও বৌ মা, সত্যি বাবুই এলেন বটে।

মুন্সো। (অত্যন্ত ভয়ে উঠিয়া ইতস্ততঃ পথ

অন্বেষণ করত কাতর ভাবে) বৌ মা, কি হবে এখন ? কোথায় যাব ? আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে রক্ষা করো! আমি কি কুগ্রহে পা বাড়িইছি ? কি হবে গা ? জাত, প্রাণ, মান সম্ভ্রম একেবারে সব গেল!

সুমতি। (সসম্ভ্রমে) মতের মা, মতের মা, তুই এক কর্ম্ম কর। উনি ঐ গুণটোর ভিতরে ঢুকুন্ আর তুই ওর মুখটো শীঘ্র বেঁধে ফেল। যদি জিজ্ঞাসা করেন, তো বল্‌বো এখন ওটা চেলের বস্তা।

মুন্সো। (সকাতরে) ও বাবা! গুণের ভিতর কেমন কর্‌্যে যাবো ?

সুমতি। তা আর ভাব্‌লে কি হবে ? আর তো উপায় নাই। হুঁ! শিগ্রি শিগ্রি, আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

মুন্সো। তবে তাই যাই। (গুণের মধ্যে উপবেশন, মতের মা তার মুখ বাঁধিল।) উহুহুহুঁ ! ও মতের মা, গলাটায় বড় লাগে যে।

মতে। মর্ মিন্‌ষে, চুপ কর্‌না ; একটু লাগ-লোইবা, এর পর না হয় খানিক চুণ হোলুদ

গরম করে দিবি ; এখন ত বাঁচ। ও বৌ মা, গুণের ভিতর সকল টা ধর্‌লো না যে ?

মুন্সো। তাইতো, এ কি হলো গা ?

সুমতি। (দেখিয়া) ঐ যে বেশ হয়েছে। মতের মা, ঐ মাছের চুপ্‌ড়িটে মুখ্‌টোয় চাপা দে। (মতের মা তাহাই করিল)।

মুন্সো। উঁঃ বড় গন্ধ।

সুমতি। তা কি কর্‌বেন, একটু থাকুন ; আরতো উপায় নাই। তিনি এসে শুলেই খপ্‌ করে বার করে দিব এখন।

(সুধীরের প্রবেশ।)

সুধীর। মতের মা, বাড়ির সব ভাল্ তো ?

মতে। আজ্ঞে হাঁ, আপনি ত ছিলেন ভাল ? (আসন প্রদান ও সুধীরের উপবেশন)।

সুমতি। (নিকটে গিয়া সহাস্য বদনে) এই যে অনেক দিনের পর বাড়ী মনে পড়েছে।

সুধীর। (সহাস্য বদনে) হাঁ এই এলেম ; ভেবেছিলেম এত শীঘ্র আস্‌তে পার্‌বো না, তা অনেক কষ্টে এক রকম করে্য তো ছুটি পেয়েছি।—আমার কি ভাই বাড়ী আস্‌তে

অসাধ? তবে কি না পরের চাক্‌রী করি বুঝ-তেই তো পার।

সুমতি। মতের মা, খাওয়া দাওয়ার এখন কি হবে?

মতে। কেন? মাগুর মাছ জায়ানো আছে, তারি ঝোল করগে আর কি?

সুধীর। হাঁ সে হবে এখন, একটু আমি ঠাণ্ডা হই। (সুমতি তালবৃন্ত আনিয়া ব্যজনারম্ভ করাতে) আঃ! শরীরটে জুড়ুল। কেমন, ছিলে ভাল তো? (গদির ভিতর হইতে কাসির শব্দ শুনিয়া সশঙ্কিত প্রায়) কিও?

সুমতি। না, ও কিছু নয় বেরালটা বুঝি।

সুধীর। বেরালে অমন শব্দ কর্‌লে? (পুনর্ব্বার কাসির শব্দ) না ওকি? বেরাল কেন হবে?

মতে। কে জানে, তবে বুঝি চোর টোর এসে থাক্‌বে।

সুমতি। হাঁ, তাও হতে পারে, মেয়ে মানুষের পুরী।

সুধীর। (যষ্টিগ্রহণ পূর্ব্বক উঠিয়া) যাহোক্ দেখ্‌তে হলো। (ইতস্ততঃ দর্শন) এ কি?

খাটের নীচে ঢাকাই শাড়ী, এক হাঁড়ি সন্দেশ, এ কে আন্‌লে? (পরস্পর মুখাবলোকন)। কিছু বল্‌চো না যে? বৃত্তান্ত টা কি?।

সুমতি। (সহাস্যবদনে) তবে বুঝি চোর টোরে এনে থাক্‌বে।

সুধীর। চোরে কাপড় আনে, সন্দেশ আনে, সে আবার কেমন চোর? তোমার পোষা চোর আছে না কি? (পুনর্ব্বার কাসির ধ্বনি শুনিয়া সত্বর উঠিয়া) এই গদির ভিতর আছে। (পশ্চাৎভাগে সবলে যষ্টি চালন এবং তন্মধ্য হইতে "উহু হু হু" শব্দ) এই এরি ভিতরে আছে। মতের মা, গদিটে তোল তো! (মতের মা গদি তুলিলে তন্মধ্য হইতে উঠিয়া ভোলা-দাদার পলায়ন চেষ্টা এবং মুস্তোবের বস্তা বাঁধিয়া পতন)।

সুধীর। চোর, চোর, ধর,ধর,(সত্বর গিয়া ধারণ ও ভোলাদাদার পলায়ন চেষ্টা)। (সক্রোধে) পালাবি কোথায়? আজ যমের হাতে পড়েছিস্। মতের মা, প্রদীপটে আছে আন্ তো। (প্রদীপ আনয়ন) একি, ভোলাদাদা না কি? কি হে, এত ব্যস্তই কেন? আরে ছি! ও কি হে, যাবে

কোথা? যেয়ো এখন; এসেছ তামাক খাও। মতের মা, তমাক দেরে। আঃ, ছি দাদা, স্থিরই হও না।

মতে। আমি তামাক দিতে চেয়েছিলেম, তা উনি কল্কেয় খাবেন না—

সুধীর। কেন কল্কেটা পুড়িয়ে দিতে পারিসনি? আঃ, যেয়ো এখন হে, এসেছ, একটু জল টল খাও, বসো।

সুমতি। মতের মা তাও বলেছিলো, বলে "চারটি গরম মুড়ি খাবে"; তা উনি শুধু মুড়ি খান না।

সুধীর। শুধু মুড়ি কেন, নারকেল মুড়ি ঘরে ছিল না, তাই মুড়োমুড়ি দিতে পার নাই? ভোলা দাদা, তবে এত রাত্রে এখানে কি মনে করে বল ত ভাই? তুমি রেতের বেলা এসেছিলে কেন? গদির ভিতরেই বা লুকিয়ে ছিলে কি নিমিত্তে?

ভোলা। না—না—আমি—তা আমারদের হয়েছে, তুমি আমাকে ছেড়ে দেও ভাই।

সুধীর। এই যে দিচ্চি। যাবেই এখন; আগে বল না শুনি, কাণ্ডটা কি?

ভোলা। আমি—তাইতো—কেন যে এলেম আমি ভুলে গিছি।

সুধীর। এই দেখ সুমতি, ভোলাদাদা পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছেন। (ভোলার প্রতি) তা ভাই যে কর্ম্মে পদার্পণ করেছ, সবই ভুল হবে এখন।

সুমতি। এ ওঁর ভুল নয়, এ যমেরই ভুল।

সুধীর। তাইতো। হাঁ হে দাদা, তোমার ভাদ্রবৌ যা বল্‌চে তাই সত্যি না কি। ছি দাদা, তুমি এমন ধার্ম্মিক, এমন জ্ঞানী; আমি জান্তেম তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

সুমতি। তা বৃহস্পতি বৈ আর কি? বৃহস্পতির মতো কর্ম্মও তো করেছেন।

সুধীর। বৃহস্পতির মতো কি কর্ম্ম কর্‌লেন?

সুমতি। কেন, সেই কুলসর্ব্বস্ব নাটকে মাধবীর কথাটা ভুলে গেছ না কি?

"সর্ব্বদেব পুরোহিত, হিতাহিত সুবিদিত,
বৃহস্পতি সদা ধর্ম্মে রত।
ভেয়ের রমণী পেয়ে, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে,
তার ধর্ম্ম নাশিতে উদ্যত।"

সুধীর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তাই বটে। ঠিক কথা বলেছ। (ভোলাদাদার অধোবদন)।

সুমতি। যে পথে উনি প্রবৃত্ত হয়েছেন "বাঘের গো বধ" ওঁর আর কি জ্ঞান আছে?

সুধীর। সে কথা সত্য, তা ভোলাদাদা, বিবেচনা করে দেখ দেখি, তুমি কি কুকর্ম্মই কর্‌লে ভাই। একে পতিব্রতা, তায় ভ্রাতৃবধূ, তাতে আবার আমি বিশ্বাস করে ওর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার প্রতিই দিয়ে গিছি; তা এপথে পদার্পণ কর্য়ে সতী-দূষণ, ভ্রাতৃবধূ-হরণ, আর বিশ্বাস-ঘাতন, এই তিনটি মহাপাপে ভাই তুমি লিপ্ত হলে। আমাকে তো এ কথা সকলের কাছে কাল বল্‌তে হবে। কারণ, এমন ভণ্ড বিটলকে সকলের জেনে থাকা উচিত। ভাল ভাই, আমার হাত থেকে যেন পালাচ্ছিলে, কিন্তু ধর্ম্মের হাতথেকে কি কর্য়ে রক্ষা পাবে? আর পালাতেই বা পার্‌বে কেন?

মতে। হাঁ, ওঁর নিতান্ত গ্রহ বল্‌ত্যে হবে, নৈলে এমন কুকর্ম্মে মতি হবে কেন? তার সাক্ষী আরো দেখ্‌চি, যদি বা বেচারা পালাচ্ছিল তাও আবার বস্তা বেঁধে—(উচ্চহাস্য)।

সুধীর। (বস্তার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হাঁ, এটা আবার কি? (পদাঘাতের দ্বারা পরীক্ষা)।

মতে। ও একটা চেলের বস্তা।

সুধীর। চেলের বস্তা? চেলের বস্তার কি মাথা থাকে? এই যে ফেল্ ফেল্ করে্য চাচ্যে। প্রদীপটে এ দিগে নিয়ায় তো। (প্রদীপদ্বারা দেখিয়া সবিস্ময় প্রায়) একি! মুন্সোব মোশায় নাকি? আঁা, আপনি আবার কোথা থেকে?

মতে। তবে বুঝি কাছারীর ফের্তা। ঐ যে কাছারীর পোশাক পরা আছে।

সুধীর। তাইতো, এই যে জামাজোড়া আঁটা একেবারে। (মাছের চুপড়িটে হস্তে করিয়া) মুন্সোব মোশাই, এটা কি কুটির পাগ্ড়ি না কি? ছি মুন্সোব মোশাই, আপনি হাকিম, আপনার কি এ কর্ম্ম উচিত? আপনি দেশহিতৈষী, মান্য, এমন বিদ্বান্, এমন গুণবান—

সুমতি। (সহাস্যবদনে) ঠিক বলেছো। তা মুন্সোব মোশাই যেমন গুণবান আমিও তেমনি গুণে ওঁকে বদ্ধ করে রেখেছি।

সুধীর। (সহাস্যবদনে) তাইতো, আহা হা! হাত পা বাঁধা, যেন কুপো গড়াচ্চ্যে। মুন্সোব

মোশাই মান্য মানুষ ; আর কেন গোহত্যা কর ? আহাহাহা ! দেও দেও, খুলে দেও, শীঘ্র শীঘ্র খুলে দেও ; গ্রীষ্মে খুন হলেন ; ভারী মানুষ কি না, বড় ক্লেশ হয়েছে। খুলে দে রে মতের মা, খুলে দে। (মতের মা গুণ হইতে খুলিলে সুধীর অন্য হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া) মুন্সোব মহাশয়, আসুন, আপ-নাদের দুজনকেই একবার ঐ বাড়ীতে নিয়ে যাই (আকর্ষণ)। আঃ ! আসুন না, তার লজ্জা কি ? এমন কি আর হয় না ? হাকিম হলেনই বা। কি বল, দাদা কি বল ?

মুন্সো। (কৃতাঞ্জলিপুটে) সুধীর বাবু ! হেদেখ, আমি অত্যন্ত ঝক্‌মারি করেছি ! এখন ছেড়ে দেও, তোমার পায়ে পড়ি ; আর এমন কর্ম্ম কর্‌বো না।

সুধীর। ছি ! ছি ! সে কি ? ছেড়ে দেবো না কেন ? তা একটু থাকুন্ না, বিশ্বেশ্বর বাবু বাড়ীতে এসেছেন, উনি আপনার উপরকার হাকিম, সদরআলা বুঝি ? তা না যান একবার তাঁকে এখানে ডেকে আনি, সাক্ষাৎ করে অমনি যাবেন এখন ; তার আর ভাবনা কি ?

মুন্সো। (পতিত হইয়া হস্তে সুধীরের চরণ ধারণোদ্যোগ) সুধীরবাবু, ক্ষমা কর, অমন কর্ম্ম করো না। যে কুকর্ম্ম করেছি, তাতে মরণই আমার শ্রেয়ঃ। আমাকে প্রাণে মেরো ফেল্, তায় বরং আমি সম্মত আছি।

সুধীর। হাঁ, তা কি হয়? তোমাকে পাঠিয়ে নরকে উপদ্রব করায় লাভ কি? ভাল, তবে অন্য কিছু রকম করা যাক্। (চিন্তা করিয়া) সুমতি, তুমি কি বলো, এঁদের কিরূপ পুরস্কার দেওয়া উচিত?

সুমতি। মতের মা, দেখ্ দেখি একি কথা? বট্‌ঠাকুর জ্ঞানী পণ্ডিত, মুন্সোব মোশাই আইন আদালতের কর্ত্তা; যেখানে এই সব লোক বিদ্য-মান আছেন সেখানে আমাকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা কেন?

সুধীর। হাঁ, তাও বটে, একথা বলেছো ভাল। এঁদেরই জিজ্ঞাসা করা উচিত। তা ভোলাদাদা লাজুক মানুষ, বড় লজ্জাটা হয়েছে, উনি বল্‌তে পারবেন না, বিশেষ মুন্সোব মোশাই সাক্ষাতে রয়েছেন। তা মুন্সোব মোশাই কি বলেন?

আইন অনুসারে আপনাদের কি দণ্ড দেওয়া উচিত ?

মুন্সো। সুধীর বাবু, আর কেন লজ্জা দেন ? আমাদের যথেষ্ট হয়েছে।

সুধীর। কেন, আপনি হাকিম, ব্যবস্থা দেবেন এতে লজ্জা কি ?

মুন্সো। আর কি ব্যবস্থা, এতে প্রাণদণ্ডই বিহিত, আর কি বল্‌বো আমার মাতা আর মুণ্ডু ?

সুধীর। না, তা নয়, তবে আমি এক কথা বলি; আপনি আইনবাগীশ, অবশ্য জানেন যে পূর্ব্বে মুসলমানেদের আমলে কোন ভদ্রলোকের বিশেষ দণ্ড দিতে হলে তাকে চূণ কালি মুখে দে উল্‌টো গাধায় চড়িয়ে দেশান্তর করো্য দিতো। তা মতের মা, একটু চূণ কালি নিয়ে আয়তো রে।

মতে। এই যে আমি এখানে সব আগে থাক্‌তে উয্যাগ করে রেখেছি। (আনয়ন)।

সুধীর। দে, দুজনেরই মুখে বেশ করো্য মাখিয়ে দে। (তৎপ্রদান)।

সুমতি। মুন্সোব মোশাই কালো মানুষ, তেল কালি দিলে রঙেং মিশিয়ে যাবে, কালি আর

দিয়ে কায নাই, বরং খালি চূণ দে, তা হলেই হবে এখন।

সুধীর। (সুমতির প্রতি) এই দেখ, তোমার ভাসুরের কেমন শ্রী হয়েছে।

সুমতি। মতের মা, একবার প্রদীপটে ধর্‌তো। (তদালোকে দর্শন করত) এই যে বাঃ! যেন কচু বনের কানাই দাড়্‌য়েছেন। (উচ্চহাস্য)।

সুধীর। ওতো হলো, এখন এ রাত্রে গাধা পাই কোথায়? (চিন্তা করিয়া) মুন্সোব মোশাই মান্য মানুষ, ওঁকেত আর কিছু বলা যেতে পারে না, তা ভোলাদাদা, তুমি একটি কর্ম্ম কর; তোমাচ্চেয়ে গাধা তো ভাই ত্রিসং-সারে কেউ নাই; তা ভাই তুমিই গাধার মতন একবার উবুড় হও, মুন্সোব মোশাই তোমার পিঠে চড়ে বসুন।

ভোলা। আবার!

সুধীর। বসে ঐ দ্বোরধার পর্য্যন্ত হামাগুড়ি দে যাও, তা হলেই তোমাদের ছেড়ে দিব। (ভোলাদাদার অধোবদন) তা না হলে ও-বাড়ীতে নে যাব।

সুমতি। তা আর "নাচ্‌তে বসেছ, তার আর ঘোমটায় কায কি" উবুড় হয়ে বসো একবার, ভাব্‌লে কি হবে বল?

ভোলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এইটে অদৃষ্টে ছিল! হা পরমেশ্বর! (স্বগত) এ হয়েও বেঁচে গেলে ভাল। (গর্দ্দভের ন্যায় উপবেশন, পরে মুন্সোব তৎপৃষ্ঠে চড়িলে দ্বারাভিমুখে গমন)।

সুধীর। ভোলাদাদা, একবার ভাই গাধার ডাক্‌টা ডাক্‌তে হবে। (ভোলার তদ্রূপ করণ) আর দেখ মুন্সোব মোশায়ের নুতন চাকরি হলো, নুতন পাগ্‌ড়িটে মাথায় দিলে ভাল হয়। (তৎপ্রদান) মতের মা, কুলখানা একবার কসে বাজা না (কুলবাদ্য, ভোলাদাদার পশ্চাদ্ভাগে চরণাঘাত এবং উভয়ের পতন)। এই

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street. Calcutta.